দৈনিক বাংলা

তারিখ ..23 APR 1988..
পৃষ্ঠা... 6 ...কলাম... 6

69 72

পরীক্ষার খাতা বদল ঃ
শিক্ষা বোর্ডের নীরবতা

বিগত ১৯৮৬ সনে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় ধনবাড়ী কলেজ কেন্দ্রে ব্যাপক কারচুপি হয়। ঢাকা থেকে এই কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে আসা ৯ জন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে মাথাপিছু ১৫ হাজার টাকা করে নিয়ে পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত এই কলেজের একজন শিক্ষক এই পরীক্ষার্থীদের হলে লেখা খাতা বদলের সুযোগ দেন। এই পরীক্ষার্থীরা বাইরে থেকে খাতা লিখে জমা দেয়। কিন্তু ভুলবশতঃ এক জন পরীক্ষার্থীর একই বিষয় ও একই পত্রের দুটি খাতা অর্থাৎ পরীক্ষার হলে লেখা এবং বাইরে লেখা খাতা বোর্ডে চলে যায়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কার্যালয় বিষয়টি ধরে ফেলেন এবং সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে ৯ জন পরীক্ষার্থী এভাবে খাতা বদল করেছে এ মর্মে অবগত হন। বোর্ড কর্তৃপক্ষ অতঃপর উক্ত ৯ জন পরীক্ষার্থীকে বহিস্কার করেন। কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষক নামধারী যে দুষ্ট ও অশুভ চক্র এরূপ জালিয়াতি করার সুযোগ করে দেয় তার বিরুদ্ধে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বা ধনবাড়ী কলেজ কর্তৃপক্ষ কেউই কোনরূপ ব্যবস্থা নেননি। গত ২-৯-১৯৮৭ তারিখ ৩৪০/উঃমঃপ/৮৭/১২০৬ নম্বর স্মারকে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ধনবাড়ী কলেজের অধ্যক্ষের নিকট দেয়া এক চিঠিতে লেখেন, "১৯৮৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আপনার কলেজ কেন্দ্রের ৯ (নয়) জন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র বদলের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর তাদের পরীক্ষা বাতিল করা হইয়াছে। উক্ত পরীক্ষার পরীক্ষা কমিটিতে নিয়োজিত অধ্যাপক অফিস সহকারী ও পিয়নদের নামের তালিকাপত্র পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী।"

এই চিঠির প্রেক্ষিতে ধনবাড়ী কলেজের অধ্যক্ষ—'৮৬ সনে ধনবাড়ী কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষক-কর্মচারীদের সুনির্দিষ্ট নাম পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করেন। এরপর দীর্ঘ সময় চলে গেছে, কিন্তু শিক্ষা বোর্ড এ ব্যাপারে এখনও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

পরীক্ষা নিয়ে এ ধরনের দুর্নীতি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ার পরও বোর্ড কর্তৃপক্ষ কেন এ ব্যাপারে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচেছন না তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে কি আমরা ভাববো যে পরীক্ষা সংক্রান্ত দুর্নীতির ক্ষেত্রে শুধু পরীক্ষার্থী বহিস্কার করাকেই বোর্ড কর্তৃপক্ষ একমাত্র শাস্তি বলে গ্রহণ করেছেন. শিক্ষক-কর্মচারীরা

(৪-এর কঃ পর)

পরীক্ষায় দুর্নীতি করলে তাদের কি কোন শাস্তি নেই?

—জনৈক অধ্যাপক,
গোপালপুর কলেজ, টাঙ্গাইল